

ଗୁରୁଲୀ

ଶ୍ରୀମାରଦାପ୍ରମାଦ ଠାକୁର ରଚିତ ।

PUBLISHED BY

J. N. Bose.

29, Durga Ch. Mitter St.

Calcutta.

আষাঢ়—১৩২৩

PRINTED BY

K. C. Dey.

Shastraprachar Press,

5, Chidammudi's Lane, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র ।



বহুমানভাজন শ্রদ্ধেয় স্নকবি ও ঔপন্যাসিক

শ্রীযুত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

স্বহৃদ্বর করকমলেষু ।

যে “মানস-সরোবরে”—“হৃদয়-লহরী”
“প্রফুল্ল-নির্ম্মাণ্য” দিয়া সাজা’ল সুন্দর,
“মানস-কুঞ্জের” মাঝে বসিয়া যে জন
“গাইস্থ্য-সম্মাস” ধর্ম্ম দেখা’ল জগতে ;
“কুস্তকণী-নিদ্রা” তত্ত্বে “জীবন-বীমায়”
“পাঁচ-ইয়ারের” রঞ্জে রঙ্গ-ব্যঙ্গ যা’র ;
“হিতবাণী” শুনাইল যে সিদ্ধ সাধক
“নবীনের সংসারেতে” কশা যা’র করে—
“শুভকর্মে গদ্য পদ্য” যাহার কোঁতুক,
“জলপ্লাবনের” দৃশ্যে যে কাঁদে কাঁদায় ;
যা’র অভিনব সৃষ্টি “সমরে সেবক”,
সিদ্ধ হস্তে যে বাজায় “মুরজ-মুরলী”—
সে সাহিত্য-মহারথী মুনীন্দ্রের করে
সাধের “মুরলী” মম দিলাম সাদরে ।

গুণমুগ্ধ

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঠাকুর ।

মুখবন্ধ ।

যে মুরলী যমুনা-পুলিনে বাজিত, এ “মুরলী” সে মুরলী নহে—তবে মুরলী-ধারীর নাম কীর্ত্তন, মহিম্বস্তব, এ সাধের “মুরলী” কতক পরিমাণে করিতে পারে। মুরলীর ঘাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের প্রীত্যর্থই আমার এ “মুরলী” রব—তাহা ক্ষীণ হইলেও তাহাতে ব্যাকুলতা আছে। ব্যাকুল হইয়া না ডাকিলে সাধনার ধনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ “মুরলী” ধ্বনি আমার আকুল আহ্বান। সে আহ্বান অন্তের ভাল না লাগিলেও আমার “সর্ব্বময়” ; হয়ত একদিন তাহাতে বিচলিত হইবেন, আকৃষ্ট হইবেন—হয়ত একদিন আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে বিহার করিবেন—আর আমি কৃত-কৃতার্থ হইব। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় “মুরলী” রবে আমি আপনাকে আপনি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার স্বগণ ও অন্যান্য শত্রু মিত্রও যদি আমার কর্কশ রবে জাগিয়া উঠেন, তাহা হইলে আমি অধিকতর ধন্য হইব। ক্ষুদ্র আমি আমার বলিবার শক্তি নাই—

যদি হরি স্মরণে সরসংমনো

যদি বিলাসকলাশু কুতূহলম্ ।

মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীং

শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ।

দীন ভিখারী আমি—“মুরলী” ধ্বনি দ্বারে দ্বারে করিব ;
 যাঁহার ইচ্ছা, তিনি শুনিবেন ; যিনি তাহাতে প্রীত হইবেন
 না, তিনি না হয় আমাকে তাড়াইয়া দিবেন । দুঃখ
 কিসের ? ইতি—

দীনাতিদীন
 সারদাপ্রসাদ ।

উপহার-পুস্তি ।

৫১

মুরলী

১

বিরহে ।

মিশ্র-ভূপালি—দাদরা ।

কোথা' আছ হে বঁধু

বারেকের তরে আসিয়া দেখা দাও হে ।

কোন্ নিরালায় আছ হে বসিয়া

কেমনে কি ছল পাতি হে ।

কিশোরী কিশোরী—বাঁশরি ফুকানি'

বারেক সাড়া দাও হে ।

তোমার বিরহে জীবন না রহে

শুনহে মাধব বুঝ হে ।

হৃদি-সরোবরে তুমি প্রফুল্ল-কমল,

বিষাদের মাঝে তুমি আনন্দ-হিল্লোল—

এত যে মমতা, এত ভালবাসা,

এসেছি হে বঁধু ল'য়ে কত আশা,

দিওনা যাতনা মরমবেদনা

পর্যাণে শেল বাজে হে ।

।মলন।

ঝিঝিট-খাছাঙ্গ—একতালা ।

মধুর মধুর মন্দ পবনে,

মধুর বাঁশরী বাজিছে সঘনে,

মধুরে মজিয়া মুরলীর তানে

নাচি'ছে যমুনা মলয়া সনে ।

রাধা রাধা রব পশিতে শ্রবণে

ধাইল কিশোরী আইল পুলিনে

দরশিতে শ্যাম জীবন জীবনে

(মরি) বাসনা পূরিত পরাণে ।

সারি সারি সারি গোপকুমারী

চাঁদমালা যেন চারিদিকে ঘেরি'

তা'র মাঝে শোভে কিশোর-কিশোরী

(মরি) শত বিধু জিনি' কিরণে ।

নাচে স্নেহে শিখী সে রূপ নেহারি,

গায় শুক সারি যুগল মাধুরী,

জয় জয় জয় কিশোর-কিশোরী

(মরি) জয় জয় গান ভরিল বিপিনে ।

প্রেমের-সাগর ।

মিশ্র-কীৰ্ত্তন—একতালা ।

স্বধীর শাস্ত্র ক্রমাবলম্ব

কে তুমি হে—

ভুলোকে প্রেম পুলকে মাতালে হে ।

জগত মোহিল

ভুবন গাহিল

অমিয়-সাগরে ভাসিয়া হে ।

পতিত পাতকী

কেহ নহে বাকী

সবে শমনেরে ফাঁকি দিল হে ।

কে তুমি কে তুমি নদীয়ার মাঝে

আপনি কাঁদিয়া কাঁদাও হে ।

বিশ্ব-নাগর প্রেম-সাগর

বুঝি গৌর গুণাকর হে ;

হরিনাম গুণ সদা সঙ্কীৰ্ত্তন

সঙ্কীৰ্ত্তন-রস-বিভোর হে ।

নিবেদন ।

দেশ-কীৰ্ত্তন—একতালা

নদীয়া-পুরন্দর সুন্দর নটবর

গৌর নাগর-বর হে ।

তোমার রূপের নাহি নাহি ওর

ওহে প্রাণবল্লভ হে ।

দেখিনি নয়নে

কখনও ভাবিনি

ও রূপ ধ্যানেতে

আসেনি হে ;

শ্রবণে শুনেছি, আপনি মজেছি

তুমি অপরূপ মনোহর হে ।

তুমি প্রাণনাথ কি মনচোর

আমি কেমনে জানিব হে ।

তুমি আছ হে অস্তুরে

যেওনা অস্তুরে

ডাকিলে সাড়া দিও হে

(আমি) ডাকিলে সাড়া দিও হে ।



আকাঙ্ক্ষা ।

পরজ-মিশ্রিত কীর্তন—একতাল।

শুধু চেয়ে র'ব মুখ পানে—

সারাটি রজনী, শুন গুণমণি

আমি পলক-বিহীন নয়নে ।

কুলের কামিনী

কলঙ্ক না মানি'

শরণ লইলু চরণে ।

তুমি মোর জ্ঞান,

তুমি মোর ধ্যান,

আর কিছু নাহি মোর ;

এস এস সখা

দিলে যদি দেখা,

ও রূপে হইলু ভোর ।

বসিতে আসন,

কি দিব এমন

এস, ব'স হৃদি' পরে ;

বাহুযুগে বাঁধি'

রাখি নিরবধি

চুমি ও অধর 'পরে ।

ভাঙ্গা বুক খানি

রেখেছি হে পাতি'

তোমার কামনা করি' ;

হৃদয় ভরেছি

প্রেম-সিন্ধু-নীরে

সিনা'ব যতন করি' ।

স্ফুরিত চিকুরে

মুছাইব তব

রাতুল চরণ তল ;

তাপিত পরাগ

করিব শীতল

লভিব তীরথ ফল ।

তুমি গো আমার,

আমি গো তোমার,

জীবনে অথবা মরণে,

তুমি মোর সব,

তুমি বিনা শব

আমি গো শয়নে স্বপনে ।

৬

রূপোন্মাদিনী ।

কালেংড়া—একতালা ।

কেনরে যোগীরে হেরে

অনঙ্গে অঙ্গ শিহরে ।

জ্বর জ্বর কলেবর

ও বর আঁখির শরে ।

হেরিয়া ও যোগীবরে

শ্যামরূপ মনে পড়ে

কি আছে উপায় সখি বল বল রে

৭

ভিক্ষা ।

রামকেলী—আড়া ।

মান ভিক্ষা দেহ রাধে ।

সাজিয়াছি যোগী, সখি,

আমি কি গো সাধে !

মান ভিক্ষা দেহি মে মানময়ি,

কুরু মে কৃপাং রাধে ;

“স্মর গরল খণ্ডনং

মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি পদপল্লব মুদারম্ ।”

বাদ নাহি সাধ প্রেম সাধে ।

প্রশ্ন ।

ষোগিয়া—কাওয়ালী ।

কে গো বিদেশিনী,

কেন বিষাদিনী,

দাঁড়ায়ে কুঞ্জের ঘারে ।

কিবা দুখরাশি

বল গো প্রকাশি,

কি ব্যথা মরম মাঝারে ।

তব মুখ হেরে,

শ্রাম মনে পড়ে,

(আমি) জ্বর জ্বর ওগো স্মর-শবে ।

কে তুমি ললনা,

বল না, বল না

কহ গো সরল অন্তরে ।

ওগো বিদেশিনী,

আমি পাগলিনী

যাচি পরিচয় সকাতরে

কহ পরিচয় রাখারে ।

তত্ত্বকথা ।

ধাষাজ—একতাল।

কে রচিল ব্রহ্মাণ্ড বিশাল—
 কি স্বরূপ তাঁ'র কে বলিবে বল !
 কত কথা শুনি, করি কাণাকাণি
 কেহ বলে ধ'ল কেহ বলে কাল ।
 তিনি সাকার কি নিরাকার,
 কে জানে সে স্বরূপ সনাচার,
 সেই সত্য সনাতন পুরুষ কি নারী
 কে জানে আশ্রয় বল, বল, বল ।
 কহ মোরে তাঁ'র কোথায় বসতি,
 কখন কি ভাবে কোথা' তাঁ'র স্থিতি,
 জানিতে সে তত্ত্ব চিত ব্যাকুলিত,
 চিদানন্দ তিনি বিরাট বিপুল ।
 কেহ বলে তিনি হ'ন সর্বব্যাপী
 জীবে শিব তিনি উদ্ধারেন পাপী
 যদি দেখা পাই, সব ভুলে যাই,
 অনায়াসে ভেদি ছার মর্শ্মস্থল ।

চিতা ও চিন্তা ।

জংলা—এক তাল ।

সুন্দর সুন্দর প্রকৃতি সুন্দর
 সুন্দরে সুন্দর মিশিল রে ।
 জগত সুন্দর আকাশ সুন্দর
 নবমীর চাঁদ সুন্দর রে ।
 কাল মেঘ আসি, আবরিল দিশি
 পবন হাঁকিল কি তান রে ।
 হরিল পবন ভামিনীর এক
 নবনী-কোমল জীবন রে ।
 ঝরিল নয়ন বিষাদ মগন
 বসিনু তটিনী-তটেতে রে ।
 প্রিয়া-মুখ-শশী ভাবিতে ভাবিতে
 পাগল পারা যে হইল রে ।
 সকলি ফুরা'ল স্মৃতি যে রহিল;
 যাতনা মর্ম্ম বেদনা রে ।
 ধিকি ধিকি জ্বলে মরমের তলে
 চিতা ও চিন্তা অনল রে ।

সববময় ।

ভৈরবী—টিমে তেতলা ।

কুমতি স্মৃতি হরি,

তোমারি কৃত ।

তোমারি চক্রে চক্রপাণি

ঘুরিতেছি অবিরত ।

তুমি যা' করাও হরি,

তখনই তা' আমি করি,

তুমি না করিলে হরি

আমি কি করিতে পারি—

ধর্ম্মাধর্ম্ম, কস্মাকস্ম কি জানি অচ্যুত !

হে অব্যয় হে অনন্ত

কে পায় তোমার অন্ত

কৃতান্ত যে শাস্ত হয়

স্মরিলে হে জগন্নাথ ।

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি রসাতল,

(তুমি) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ ফল,

(তুমি) অচল চলাচল

তোমাতেই সব বিরাজিত ।

১২

ব্যাকুলতা ।

ললিত-ভৈরবী—একতালা ।

কৈ কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কুঞ্জে এল কৈ ।

প্রাণ নাহি রহে আর প্রাণকৃষ্ণ বই ॥

শ্যামের বিরহ শমন সমান

বিরহ-অনলে বাঁচে কি পরাণ,

অবলা সহিব কত গো যাতনা

বলনা বলনা ও প্রাণ সই ॥

কুঞ্জ-কুটীর যতনে সাজানু

বনফুল তুলি' মালা যে গাঁথিনু

যামিনী যাপিতে শয়ন রচিনু

প্রাণেশ আইল কৈ ॥

বিফল আশা বিফল সকলি

শুকা'ল, ঝরিল কুসুমের কলি,

বল গো সজনি শ্যাম গুণমণি

আইল হেথায় কৈ ॥

১৩

রঞ্জিনী ।

ধানসী—৪৭ ।

কে তুমি গো বিদেশিনী,

কাহার রমণী,

চেনা যেন মুখখানি ;

ওগো শ্যামাঙ্গিনী

অনঙ্গ রূপিনী,

শ্যাম অনুরূপিনী ।

অঙ্গ ভঙ্গী বাঁকা

ফুলতন্মু ঢাকা

সকলি কালার মত ।

চাইনি, চলন,

কানুর মতন

নখে ঝরে চাঁদ শত—

হৃদয়ে ধরিতে

সাধ যায় চিতে,

আমি যে কৃষ্ণ-ভাবিনী ।

শ্যাম ভাবিয়া

রাখিব ধরিয়া

তোমারে হৃদয়ে ধনি ।

১৪

নিবারণ ।

ইমন-পুরবী—কাওয়ালী ।

শ্রাম চরণ ধরিয়ে কর একি রঙ্গ ।

করেছি বাসনা ছাড়িতে তব সঙ্গ ।

করি' প্রেম সাধ

ঘটেছে বিষাদ

সাধে বাধ সাধিলে ত্রিভঙ্গ ।

যাও শঠরাজ,

নাহি তব লাজ,

করি মানা ছুঁইও না আমার এ অঙ্গ ।

১৫

আহ্বান ।

মিশ্র-ভৈরো—দাদরা ।

চন্দ্র কিরণ হইল মলিন

উঠ কৃষ্ণ চন্দ্র হে ।

মেল মেল চারু আঁখি

গাহে শুক সারী হে ।

পূরব গগনে

উজল কিরণে

উদিল নবীন ভাসু হে ।

কুঞ্জে কুঞ্জে
 ভ্রমর গুঞ্জে
 মধুর মধুর লোভে হে ।
 অলস ত্যজিয়া
 উঠলো জাগিয়া
 শ্রাম সোহাগিনী হে ।
 পোহাইল রাত্তি
 উঠ রসবতি,
 উঠ উঠ দৌহে হে ।

১৬

প্রাণ-জুড়ায় ।

ভৈরবী—মধ্যমান ।
 গোধন লয়ে রাখাল রাজা
 কে যায় কে যায় ।
 চরণে চরণ দিয়ে বাঁশরী বাজায় ।
 শিরে বাঁধা শিখি চূড়া,
 চারু অঙ্গে পীত ধড়া
 কি মোহন গুঞ্জ বেড়া
 হেরে নয়ন জুড়ায় ।
 অধরে মুরলী বাজে
 ভাল সেজেছে রাখাল সাজে
 রাধে রাধে বাঁশী বাজে
 শুনে মন প্রাণ জুড়ায় ।

অভয়-ষাট্‌ঞ

কীর্তন—একতাল।

জয় বিশ্বস্তর নদীয়া সুন্দর
 ভুবন পাবন কারণ হে
 অনাথ বান্ধব তুমি হে মাধব
 সর্ব অবতার সার হে ।
 গৌর কলেবর
 হেম মহীধর,
 শুদ্ধ সুবরণ শাস্ত হে ।
 ললিত কীর্তন
 ললিত নর্তন,
 পুলক স্পন্দন ললিত হে ।
 কি হবে কি হবে
 ভয়ে মরি ভেবে,
 নিজ গুণে নাথ উদ্ধার হে ।
 তার হে তারক
 নিখিল পালক,
 মম সম ভীত জীবে হে ।

১৮

রূপ

কীর্তন—একতালা ।

সুন্দর মদন মোহন বেশম্ ।

তরুণ অরুণ চরণ কিরণ

ইন্দু বদনে মৃদু মধুর হাসম্ ।

মরকত মুকুর মুখ-পঙ্কজ

মুরলী মুখরিত ললিত তানম্ ।

পুলকিত যমুনা

চঞ্চল গমনা

ধীরি ধীরি বহে উজানম্ ।

নয়ন খঞ্জন

অঞ্জন গঞ্জন,

মনোহর তিলক রসালম্ ।

মঞ্জীয় রঞ্জিত

মুকুতা খচিত

শোভিত কোমল চরণ কমলম্ ।

স্বকেশ কুঞ্চিত

শিখণ্ড ভূষিত,

গণ্ড সুশোভিত—বিশাল ভালম্ ।

ঐীবাবলম্বন
 চুম্বিত চরণ
 বিলম্বিত সুন্দর বনফুল হারম্ ।
 শ্রীকর বলয়,
 কুণ্ডল মণিময়
 কনক কিকিনী কটিতট বাসম্ ।
 মগ্ন ভবপক্ষে
 সারদা আতক্ষে
 কুরু করুণা—কৃপা অবশেষম্ ।

মঙ্গল গীতি

মিশ্র-ইমন—একতালা ।

পীতাম্বর নীল কলোবর

সুন্দর নয়ন রঞ্জন ।

ললিত মাধুরী ঝরিছে অঙ্গে

(সে) নিখিল জন রঞ্জন ।

মুক্ত জগত

চন্দ্রমা শত

মোহিত চরণ ছন্দে

দেব দানব

যক্ষ মানব

নিখিল ভুবন বন্দে ।

সে যে গো অতুল

নাহি তাঁর তুল

তুল ছন্দ বন্ধন ।

গাহিব সতত

(তাঁর) মঙ্গল গীত

করিব সে নাম কীর্তন ।

২০

এস গো কিশোরী এস গো ।

কীৰ্ত্তন-ইমন-পূৰ্ববী—একতাল।

এস গো কিশোরী এস গো কিশোরী

কিশোরী আমার প্রাণ ।

আকুল বাঁশী

গগন পরশি

ছাড়িল ললিত তান ।

অবলার হৃদি,

মরম যে ছেদি ।

করিল গো খান খান ।

মাতাইয়া প্রাণ

কুল মজানে

বাঁশরী তুলিল তান

মুরলী রবে ।

মুলতান—আড়াঠেকা ।

মোহন মুরলী বাজে ।

কালিন্দীর কুলে সাঁঝে সকালে

গুরু গুরু হিয়ার মাঝে ।

বাজে রাধা ব'লে,

ভাসি নয়ন জলে,

বাজের অধিক বাজে ।

কেমনে গো যাই

উপায় যে নাই,

রহি গুরুজন মাঝে ।

উদাস বাঁশী

করিল উদাসী

বিমনা যে গৃহকাজে ।

সরম ভরম

সকলি গেল যে

কুলবালার কি তা' সাজে ।

ঐ বাজে মুরলী বাজে ॥

আশাপথে ।

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

আছি আশা-পথ চাহিয়া—

বিরহ শয়নে শুইয়া ।

কণ্টক সমান কুসুম শয়ন

সারানিশি জাগি কাঁদিয়া ।

পঞ্চমের তানে

এ লতা-বিতানে

বিয়োগে বেহাগ গাহিয়া ।

পূরিত পূলকে

আশার আলোকে

আঁধার গেল গো কাটিয়া ।

মরমের ব্যথা

সরমে আবরি*

আবেগে আকুল হইয়া ।

কোথা' বাজে বাঁশী

যাই দেখে আসি

ধরি গিয়ে তা'রে খুঁজিয়া ।

২৩

পরাগ শীতল করছে ।

লগ্নী-পাহাড়ী—৪৭

এস হে বঁধু এস হে ।
 স্বপনে হারাণ আমার রতন
 আঁখি ভরি' তোমায় দেখি হে
 দিবস যে গেল
 যামিনী পোহাল
 নিশিভোরে তুমি এলে হে—
 কত যে যাতনা
 তুমি ত জান না
 মরমে আমার আছে হে ।
 আশাপথ চেয়ে
 তোমারে স্মরিয়ে
 আকুল নয়নে কাঁদি হে—
 কোমল চরণ
 শীতল পরশে
 পরাগ শীতল কর হে ।

২৪

সোহাগ ।

ভুল্লী-কীৰ্ত্তন—একতালা ।

মরি মরি কিবা নেহার সুন্দর

যুগল কিশোর কিশোরী ;

নবীন নীরদে চমকে চপলা

তুলিয়া ভাবের লহরী ।

কুঞ্জ কাননে ফুটিয়াছে ফুল

মধুর সুবাস বিতরি',

মধু পরিমল মধুর শীতল

বিকাশে মদন-মঞ্জরী ।

কুসুম-আসন করিল রচন

যতেক ব্রজের সুন্দরী,

সোহাগ করিয়া বঁধুরে লইয়া

করিল পিরীতি চাতুরী ।

নীরাশা ।

ললিত-ভৈরবী—টিমে তেতলা ।

শুকা'ল শুকা'ল মালতির মাল

গন্ধহীন যে চন্দন,

পূরব গগনে আলোকে ঝলকে

শিথিল কবরী বন্ধন ।

মলিন চাঁদিমা গগনের গায়,

নলিনী নয়ন মেলিয়া যে চায়,

শাখীশিরে ওই শুক সারি গায়

প্রেম-স্থখে নাচে খঞ্জন ।

নয়নের বারি নয়নে শুকা'ল,

শূন্য পরাণে বিরহ জাগিল,

তবুত এল না করিয়া ছলনা

বুঝিল না ব্যথা বেদন ।

২৬

অনুরোধ ।

টৌড়ী—৪৭ ।

মনে রেখ দে'খ দে'খ
 এস এস প্রাণ সখা ;
 বিষাদিনী ভাসি নীরে
 পুনঃ কিহে পাব দেখা ।
 মোহন মুরতী তব
 হৃদয়ে রহিল আঁকা ;
 পূজিব মানসে তব
 চরণ শরণ মাথা ।
 খুলে গেছে প্রাণ মন
 সরমে যা' ছিল ঢাকা,
 নয়নে হৃদয়ে কভু
 মুছিব না রূপ রেখা ।

২৭

ভৃগু ।

ভৈরবী—একতাল ।

মন-বন মম পুলকিত করি'
 মন-বাঁশী একবার বাজত ;
 হৃদয়-কন্দরে প্রেমের বন্ধারে
 রাধে রাধে একবার গাহত' ।
 হৃদয় আকাশে নীলিমার মাঝে
 শারদ চাঁদিমা হাসত' ;
 হৃদয়-তটিনী কল কল নাদে
 দুকুল উছলি' বহত' ।
 মন-বন বিহারী কিশোর কিশোরী
 হৃদি-বৃন্দাবনে হেরত ;
 নবঘন মাঝে বিজলীর ছটা
 মন নয়ন হেরত ।
 নবীন নীরদ গরজি' মধুর
 বরষা শীতল করত',
 ত্রিতাপে তাপিত কলুষিত চিত
 শান্তি বারিতে মুছত' ।

২৮

মেঘে মেঘে গেল বেলা ।

ভৈরবী—একতারা ।

ও মন, দেখতে এসে ভবের মেলা
 করলে তুমি ছেলে খেলা ।
 আপন ভুলে মায়ায় পড়ে
 করলে কত বুথা সলা ।
 মরণ পথে যাত্রী কত
 সঙ্গী গেল কত শত,
 বাজে কাজে দিন হারা'লে
 আসল কাজে ক'রে হেলা ।
 জ্বালায় জ্বালায় হ'লে সারা
 কাজ না হ'ল তোমার সারা
 জীবন সারা রইলে ব'সে
 মেঘে মেঘে গেল বেলা ।

২৯

টুটল ভ্রান্তি ।

মিশ্র-কীর্তন—৪৭ ।

আওয়ে নটবর,

বাওয়ে সুন্দর,

ঘন বেণু তান রসাল ।

হিয়া মাহ পৈঠল

রূপ নিরমল,

আকুল পশ্বে দরশাল ।

মুরতি উজর,

শ্যাম মনোহর,

কিয়ে নব জলধর কান্তি ।

চাতক এ চিত

ভৈল তিরপিত,

টুটল মরীচিকা ভ্রান্তি ।

অপরূপ রূপ,

রসিক ভূপ,

পিউ বঁধু নন্দ দুলাল

আও মেরি কান্ত

তৌহারি একান্ত

কুরু করুণা শরণ্য পাল ।

৩০

মানস ।

মিশ্র বেহাগ—একতালা ।

কেহে নটবর বেশে,

কে রমণী তব পাশে,

মুরলী অধরে মধুর বাক্যে

রাধা রাধা বলে নয়ন ভাসে ।

ও রূপ মাধুরী নয়নে নিরখি

আজি মম সফল যুগল আঁখি,

হৃদয় শতদলে যুগলে রাখি

মম নিরন্তর অন্তর হেরিতে মানসে ।

চিনেও চিনিতে নারিশু তোমারে

ধরা দিতে তুমি না চাও কাঁদে,

ভক্তের ভক্তিতে দাও ধরা অনায়াসে ।

সেই ভক্তিকণা দাও কাল সোনা,

ধরিলে তোমারে ঘুচিবে যাতনা,

শ্রীনন্দনন্দন পুরাও এ কামনা

দাও শ্রীচরণ এ অধম দাসে ।

নিষেধ ।

বেহাগ-কীর্ত্তন—৪৭ ।

নিঠুর নটবর তাপিত কলেবর

তব অকরণ শ্রীকর পরশে ।

চতুর হে সর সর, আমি দুখে জ্বর জ্বর,

আর সুখ নাহি তব দরশে ॥

অঙ্গ অবশ রঞ্জে শিহরে,

সঙ্গ তোমার পুলক বিতরে ;

সব তেয়াগিয়া হইলু যে শব

ডুবা'লে তুমি গো কি রলে ।

যারে আজর জ্বলনে জ্বর জ্বর

স্বশীতল নাহি তব হিম কর পরশে ।

কি আর কহব আন ।

ধাঙ্গাজ কীর্তন মধ্যমান ।

মুগ্ধ মরুমন পাওয়ে দরশন
ভাওয়ে কুঞ্জ ভবন ।

সুখা বরিষণ মধুর বচন
শান্ত ভৈল প্রাণ ॥

শ্রীকর পরশে ভরল হরষে
ভোলেই সাদর সম্ভাষে

তব দরশে নীরস সরসে
ফুটল শতদল জীবন কান্ত ।

দগ্ধ হৃদয় শিল্প হইল
উদল নব বসন্ত ।

বিরহ বিধুরে নিতল মধুর
তুঁহা বধু মম প্রাণ ।

মধুর যামিনী আকুল ভামিনী
কি আর কহব আন ।

বাসর সজ্জা ।

সিদ্ধ-খান্দাজ—৪৭ ।

এসহে বধু এস বাসরে ।

সুশোভিত করি ফুলদল দিয়া

ভূষিতে যদি পারি তোমারে ।

অগুরুর বাস,

তুমি ভালবাস,

শ্যাম কলেবর করিব চর্চিত,

সাজা'ব তোমায় বনফুল হারে ।

এস নিভৃত কুঞ্জে

ব'স পুলক পুঞ্জে

কত আশে আমি রয়েছি বসিয়া

ধোয়াতে চরণ আঁখি ধারে ।

এস এস হে

বস বস হে

হৃদয়ে আমি পেতেছি আসন

ভূষিত তুমি গো হইবে শাস্ত আমার প্রেমের নীরে ।

বিপদ ।

মিশ্র-কীর্তন—ত্রিতালী ।

সখি, না এল কালা কুঞ্জে ।

রজনী পোহা'ল মন আশা বিফল

বঁধু যে গো চন্দ্রাবলী কুঞ্জে ।

কনক কিরণ তপন প্রকাশে,

মলিন চন্দ্রিমা হাসি ।

গন্ধ বিহীন মালতী কিংশুক

শুষ্ক কুসুম রাশি ।

দিগন্ত ব্যাপিয়া গায়িল কোকিল

মধুর মধুর তানে ।

ভ্রমর আকুল হইয়া ধাইল

মত্ত মধু পানে ।

হৃদয়-সরোজে না বসে ভৃঙ্গ

মধুর মধুর গুঞ্জে ।

বুথা বন আমোদি কুঞ্জ কুটার

বিবিধ প্রসূনে রঞ্জে ।

রাতুল চরণ ধরিয়া ।

মিশ্র কীর্ত্তন—একতাল।

কত যে যাতনা পাই দিবা নিশি
 স্তম্ভ মুগ্ধ হইয়া,
 অকুল পাথারে ভাসি গো আঁধারে
 দিবস যামিনী কাঁদিয়া ।
 তোমার কুলের নাহিক কিনারা
 হরি রহি বল কি ধরিয়া,
 বলে দাও মোরে কোন্ দিকে যাই
 অধীনে করুণা করিয়া ।
 অকুলে যদি দাও তুমি কুল
 অনুকুল নাথ হইয়া,
 অনাথে সনাথ হও ওগো নাথ
 হৃদয় কমলে-বসিয়া ।
 শীতল হইবে তাপিত হৃদয়
 তোমার করুণা লভিয়া,
 অকুলেতে পার অনায়াসে হ'ব
 রাতুল চরণ ধরিয়া ।

আত্ম সমর্পণ ।

পরজ-ভৈরবী—একতারা ।

সুখে দুখে দিন যা'বে ।

যখন এসেছ হে ভবে

জানিনা কি হ'বে

—পাইব তোমারে কবে ?

সুকাজ, সুখ্যাতি

কুকাজ, অখ্যাতি

না জানি ভালে কি হ'বে ।

তুমি যা' করা'বে

তাহাই ঘটিবে

দোষগুণ তোমারই র'বে ।

“আমি” “আমি” করি

বুঝিবারে নারি

“আমি” “তুমি” না—“তুমি” “আমি” হ'বে ।

৩৭

আশঙ্কা ।

মিশ্র পুরবী—ত্রিতালী ।

কি হ'বে কি হ'বে,

প্রভো ভয়ে মরি জেবে ।

দেহ ক্রমে ক্ষীণ,

আয়ু হ'ল হীন,

বুঝা যাওয়া আসা বুঝি ভবে ॥

যৌবন গরব জেবে দেখ মন,

সে দেহ এখন রিপূর মতন—

ছিলে হে সক্ষম, এখন অক্ষম

অতি জরাজীর্ণ এবে ॥

হ'য়ে দৃষ্টিহীন

(এবে) দীন হতে হীন,

অধীনের কটা দিন কেমনে কাটিবে,

করছে উপায়,

আমি নিরুপায়,

কেমন দয়াময় তুমি এবে জানা যাবে ॥

সাধের বাঁধন

ইমন-পূরবী—একতারা ।

আর কত দিন রাখবে বল
 ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে তালি ।
 দেহের বাঁধন খুল্ল রে মন
 হরি ব'লে দাও না তালি ।
 হ'ল যে গো জীবন ফরসা
 কর মিছে কিসের ভরসা,
 ময়লা মাটি মনে পোরা
 কর্নারে মন সে সব খালি ।
 যা'রা তোমার নয়ন তা'রা
 পলে যা'দের হও হে হারা
 তা'রা মায়ার দড়ি দিয়ে
 সাধের বাঁধন দিচ্ছে খালি ।

৩৯

উপায় আমার করহে ।

মিশ্র-ইমন—৪৭ ।

আমি—বিভোর নেশায়, দম্ ছুটে যায়,
 আমার উপায় কর হে ।
 মাতাল দেখে ছয় বেটাতে
 ভবের ঘোরে ঘোরায় হে ॥
 এরা চ'খ্ যে রাজায়
 কাজ সেরে নেয়,
 গুলিয়ে আমায়
 ডুলিয়ে হে ।
 নাইক সরম্, ধরম্ করম
 গেছে আমার সকল হে ॥
 ঘরে ফেরার সময় হ'ল
 আমি—কোন্ পথেতে ফিরি হে ।
 আমি নেশার ঝোঁকে
 পড়ি ট'লে
 সামাল্ দিতে নারি হে ॥

আমার কাটাও নেশা,
কেবল আশা
দীনবন্ধু তোমার হে ।
তুমি অঁধার রাতে
জ্বালিয়ে বাতি
উপায় আমার কর হে ॥

৪০

নাম মাহাত্ম্য ।

গৌরী—আড়া ।

বিশ্ব মঙ্গল কীর্তনে—

দীপ্ত তপন চন্দ্র তারকা

গাহে গো সকলে গগনে ।

কুলু কুলু তান

জাহ্নবীর গান

তোমার বিশ্ব ভবনে ;

ফুটিছে কুসুম

ছুটি'ছে গন্ধ

তোমারি পূজার কারণে ।

ওই দ্বিজ কুল

হইয়া আকুল

ডাকি'ছে তোমাতে সঘনে,

শ্রীমঙ্গল দ্বার খোলহে তোমার

দাওহে শরণ চরণে ।

কাল ভয় নাশম্

ধাঙ্কাজ-ভৈরবী—একতলা ।

ভাওয়ে বংশীবট
 ভাওয়ে যমুনাতট,
 ভাওয়ে মুরারি স্রবশম্,
 নিরুপম রূপ
 ব্রজধাম ভূপ,
 মৃদু মৃদু মঙ্গল হাসম্ ।
 রাতুল চরণ
 শমন দমন
 করুণা অরুণ বিকাশম্,
 নবীন নীরদ
 মদন বিনোদ
 গোপীকাকুল হৃদয়েশম ।
 মাধব, মোহন,
 নীলিমা বরণ
 নীলমণি জ্যোতিঃ প্রকাশম্,
 শিরপরে মুকুট
 কিবা নবছটা—
 পীতাম্বর বিভাসম্ ।

নীপ তরুতল
 নির্ম্মল যুগল
 গুণালঙ্কৃত বিশেষম ;
 মরণ সঙ্কট
 নিকটে প্রকট,
 বিকট কাল ভয় নাশম ।

পাবনা তারে কি হয় ।

বেহাগড়া মিশ্র কীর্তন—ত্রিতালী ।

কেবা ওই নেচে নেচে যায়

গায় হরিনাম ;

পুলকে পুরিত ভুবন মোহিত—

(হেরি) মদন মোহন ঠাম ।

আখি বারি ঝরে,

নাচে প্রেম ভরে

ভুলেছে সে আপনায় ;

প্রলাপ বিলাপ,

গানেতে আলাপ

করে সে প্রেম মদিরায় ।

এ হেম মুরতি

জগজন পাত

ধুলি ধূসরিত কায় ;

বিকাইতে পায়

প্রাণ মম চায়,

পাব না তারে কি হয় ।

পুরুষ ও প্রকৃতি ।

মিশ্র বেহাগ—একতালা ।

মৃদুল মধুর ললিত হাস
বদন চন্দ্র সুষমা রাশ
জিনিল তনু দামিনী ;
হরিণ নয়না ক্ষীণ কটি,
পীঙ্কন চারু নীলিমা ধটী,
উরু গুরু, ভীরু কিবা গজগামিনী !
ললিত যুগল কুচ রুচ,
উজল কনক শিখর উচ,

মদন মোহন মনমোহিনী ।
ভাবে ঢল ঢল কিশোরী রাই,
বিশ্বে তাহার তুলনা নাই,
বিহার-রঞ্জে রঞ্জিনী ।
নীলিম গগনে চন্দ্রিকা হাসি,
তারা মালা সহ পড়িল খসি',
লুকা'ল চরণ নখর কোণে ।
মরি শ্যামাঙ্গে মিশিল
শ্যাম—বিনোদিনী ।

প্রেম ভিক্ষা ।

মিশ্র পিনু—যৎ ।

গাহিতে ব'লনা গান—

আমি যে গো জানিনা ;

সাধনার সুরে আমি

কখনও ত' সাধিনা ।

যে গানে কামিনী কুল,

তাজি' অনায়াসে কুল

আপনা হারা'য়ে সবে

জুড়াইল যাতনা ;

যে গানে মজা'ত কালা

ব্রজ কুল ললনা—

সে গান গাহিতে সখি

আমি ত গো জানিনা ।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি,

গোপনে গোপনে আসি,

প্রেম-ফুল রাশি রাশি

পরাইব বাসনা ।

শিখিনি গাহিতে গান,

শিখেছি গো দিতে প্রাণ,

তুমি কি আমার সখি,
 তুমি কি গো হ'বেনা ;
 তোমার হয়েছি আমি,
 হ'বে কি আমার তুমি,
 করে ধ'রে সাধি আমি
 প্রাণ খুলে ব'লনা ;
 ও আমার প্রেম-রাগি,
 তুমি গো প্রেমের খনি,
 হৃদয়ের উপহার

লহনা গো লহনা,
 জুড়াক্ সকল জ্বালা
 দূরে যাক্ যাতনা ।

দাসী ।

বেহাগ—আড়া ।

(বুঝি) কুঞ্জে এল শ্যাম ।

(তাই) গাইল সুখে শুকসারি
মা'ত্‌ল গোপীর প্রাণ ॥

বাঁশীর সুরে জগত ভরে

ব'য় যমুনা উজান ভরে

এমনি প্রেমের টান্ ।

আয় আয় দেখে আসি

চিদাকাশের কালশশী

তাঁর চরণে হ'ব দাসী

দিয়ে মন প্রাণ ॥

৪৯

নামের নাহিক তুলনা ।

চৌড়ী-ভৈরবী—একতালা ।

আমি—ধ্যান ও ধারণা করিতে পারি না,
 তা' বলিয়া নাথ দেখা কি পাবনা—
 দাওহে নয়ন, হেরি শ্রীচরণ
 নতুবা যে প্রভে বাঁচি না ॥
 ভকতি শকতি বঞ্চিত আমি
 কি গুণে তরিব বলনা,
 কলুষ-পূরিত হৃদয় আমার
 জড়িত পাপ-কামনা ॥
 তোমারে সাধিতে ভুলি নু দীনেশ
 বিফল সকল সাধনা,
 তরিব তথাপি তোমারি নামেতে
 নামের নাহিক তুলনা ॥

অতুল্যা ।

দেশ-মিশ্রিত কীৰ্ত্তন—একতাল।

ও রাই তুমিত প্রেমের মূল ।

আমার মুরতি এঁকেছ হৃদয়ে—

ভেঙ্গেছে আমার ভূল ।

তুমি গোকুলের কূলে

আপনা ভুলিলে

তাজিলে প্রথমে কুল ।

নয়ন-আসারে

নিশির শিশিরে

গাঁথিলে যতনে ফুল ।

তবে—মাধবীর তলে

দাও মালা গলে

নাহিক তোমার ভূল—

তবে—না হেরি তোমার ভুল ॥

৫১

নব সাধ ।

কীর্তন—একতাল।

আমার মরা ত হ'লনা ।

মরিবার সাথে ঘটিল যে বাদ

কি হ'বে গো সখি বল না ।

যদি শ্যাম রায়

আসে পুনরায়—

প্রাণ যদি রয়, দেখা যদি হয়,

দিবস যামিনী—এইত ভাবনা ।

মরিলে দেখা আর ত হ'বেনা,

মনেতে রহিবে মনের বেদনা

পরাণের সাধ পরাণে মিলা'বে

বলিবার কথা বলা ত হ'বেনা ।

হয়েছে বিগত শতেক বছর

তথাপি আসিবে আমার নাগর,

শীর্ণ দেহে হ'বে যৌবন সঞ্চার

তরুলতা ফুল শুকা'য়ে রবেনা ।

ব্রজের বিপিনে বাঁশরী বাজিবে

শুক সারি শিখি নাচিবে গাহিবে,

আবার যমুনা উজানে বহিবে

অস্তুরিত হ'বে অস্তুর-যাতনা ।

প্রীতির আঙুণ ।

কীর্তন-খান্ধাজ—একতাল ।

সখি, আমার করম ফেরে—
 চাঁদিমা শালিনী এ মধু যামিনী
 বঁধু গেল যে পরের ঘরে ।
 সখি, শুন গো মরম কথা—
 ভাবিয়া আপন করিষু যতন
 মোরে দিল সে অশেষ ব্যথা !
 প্রাণে সহে কি এমন জ্বালা,—
 ক’রে নাগরালি—এত চতুরালি
 ছি ছি এমন নিষ্ঠুর কালা !
 সখি, ডুবিব যমুনা জলে—
 মরিয়া বাঁচিব, আর না করিব
 আমি পিরীতি গো কোন কালে !
 সখি, পিরীতি বিষম জ্বালা—
 পিরীতির বিষে জ্বলিয়া মরিষু
 আমার রিষ বিষে দেহ কালা !
 সখি, সহিব কেমন ক’রে—
 আমার রতনে রাখিষু গোপনে
 ছলে হরণ করিল পরে !

৫৩

ঝরা ফুল ।

ঝিঝিট-খাষাঝ—একতারা ।

বসেছিলাম আপন মনে

 জ্বলে দিয়ে আশার আলো,

আশার আশে সব ফুরাল

 সুখের আলো নিবে গেল ।

ফুটেছিল দিনেকের তরে,

 আতপ তাপে শুকিয়ে গেল—

ফুলের দল গেল ঝরে,—

গন্ধছিল—গন্ধ-বহ

 তা'ও নিল হরে !

এখন কেমন ক'রে

 নয়ন জলে—

বিষাদ-মালা গাঁথি বল !

৫৪

বিচ্ছেদ পরশে ।

মিশ্র কীর্তন—একতাল ।

বিষাদ-ঘন বরষে ।

সরোষে পবন বহে সনসন

চমকে নয়ন তরাসে ।

রাই মুখ-ইন্দু সুধার সিন্ধু

বিরহ-রাহু গরসে ;

কম্পিত থর থর, কালিম কলেবর

অধীর বিচ্ছেদ পরশে ।

কঠিন কুটিল, অন্তরে গরল

সঁপিলি প্রাণ কি ভরসে ?

বিধিমতে জানি বিপথ গামিনী

করাইল মাধব তৌহে ;

বচন রসালে কানু মজালে

ভুলাইল যাদুকর মোহে ।

কাহে সই ব্যাকুল খোয়ায়িলি কুল

না মিলি' তাঁক দরশে ;

কেতকী কুসুম কণ্টকে যেমন—

ভৃঙ্গ নাশে সরস বাসে ।

৫৫

একাকার ।

খট্ট—৪৭ ।

আমার ভুল ভেঙ্গে দাও হরি,
আমি মানস পটে তোমায় হেরি ;

তব্ব খুঁজ্তে হ'লাম মন্ত

খেয়া হারিয়ে মরি ;

মূল তব্ব মূলধার

জ্যোতির্ময় একাকার—

সাকার কি নিরাকার

বুঝিতে না পারি ।

বিশ্বরূপ।

স্বন্দাবনী সারং—একতালা।

আমি দেখিতে না পাই খুঁজিয়া বেড়াই
আলোক অঁধারে তোমারে।

এত আছ কাছে, ধাই পাছে পাছে
তবু না পারিষু ধরিবারে।

নয়নের ধাঁধা যেন দেয় বাধা
আছহে প্রভো ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ;
ছুটেছুটে যাই খুঁজিয়া না পাই
দাও দেখা নাথ আমারে।

সমাপ্ত।